দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
প্রতিষ্ঠাতা : তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

27 August 2001

যমুনা সার কারখানায় উৎপাদন বন্ধ

জামালপুর সংবাদদাতা ॥ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দৈনিক ১৭ শত টন ইউরিয়া উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিসিআইসি'র যমুনা সার কারখানায় গত শনিবার সকাল হইতে উৎপাদন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সার কারখানার টেকনিক্যাল জেনারেল ম্যানেজার মাহবুবুর রহমান জানান, কারখানার এমোনিয়া প্লান্টের সেকেন্ডারী রিফর্মার সেকশনে গ্যাস লিকেজসহ বড় ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় উৎপাদন বন্ধ করিতে হইয়াছে। তিনি আরও জানান, এমোনিয়া প্লান্টে হাই টেম্পারেচার থাকায় এখনও ত্রুটি নিরূপণ করা যায় নাই। ত্রুটি নিরূপণ করিতে আরও ৩/৪ দিন সময় লাগিবে। ত্রুটি চিহ্নিত করার পর বলা সম্ভব হইবে কবে নাগাদ পুনঃউৎপাদন শুরু করা সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ত্রুটি সারিতে বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইতে পারে। সেইক্ষেত্রে পুনঃউৎপাদন শুরু করিতে ১৫/২০ দিন সময় লাগিতে পারে।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখঃ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

রি-অ্যাক্টরে লিকেজ ঃ যমুনা সার কারখানায় ফের উৎপাদন বন্ধ

॥ জামালপুর ও সরিষাবাড়ী থেকে সংবাদদাতা ॥

সরিষাবাড়ীর তারাকান্দিতে অবস্থিত দেশের বৃহত্তর ইউরিয়া সার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যমুনা সার কারখানা চালু হওয়ার মাত্র আট দিন পরই আবার সার উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হলো। যমুনা সার কারখানায় এ মাসের ১৫ দিনের ব্যবধানে গত রবিবার দ্বিতীয়বারের মত মেইন ভেসেলের ভেতরে রি-অ্যাক্টরে লিকেজ দেখা দেয়। রি-অ্যাক্টরে লিকেজ দেখা দিলেও যমুনা সার কারখানা কর্তৃপক্ষ ঝুঁকি নিয়ে দু'দিন ইউরিয়া সার উৎপাদন চালু রাখে। কিন্তু গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে ইউরিয়া সার উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। প্রতিদিন ১৭শ' টন ইউরিয়া সার উৎপাদনকারী যমুনা সার কারখানায় সার উৎপাদন বন্ধ হওয়ায় পিক আওয়ারে ইরি (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

রি-অ্যাক্টরে লিকেজ

(প্রথম পৃঃ পর)

বোরো মৌসুমে বৃহত্তর ময়মনসিংহের ৬টি জেলায় ইউরিয়া সার সংকট দেখা দেয়ার আশংকা রয়েছে। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী মাদারগঞ্জ উপজেলায় তীব্র সার সংকট দেখা দিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কারখানায় কর্মরত এক প্রকৌশলী জানান, রি-অ্যাক্টরে লিকেজটি খুবই ক্ষুদ্র ছিল বলে তা ধরা যাচ্ছিল না। ঝুঁকির কারণে জাপানী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শেই গতকাল থেকে কারখানায় ইউরিয়া সার উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয় বলে তিনি জানান।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

যমুনা সার কারখানায় যান্ত্রিক ত্রুটি, উৎপাদন ফের বন্ধ

মনিরুল ইসলাম লিটন, শেরপুর ॥ যমুনা সার কারখানায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সোমবার রাত থেকে সার উৎপাদন ফের বন্ধ রয়েছে। এ কারণে শেরপুরসহ পার্শ্ববর্তী জামালপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় সার সঙ্কট তীব্র হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এদিকে, শেরপুর, জামালপুর ও ময়মনসিংহ জেলার চলমান সার সঙ্কট পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিসিআইসি, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয় বিশেষ বৈঠক করে আশুগঞ্জ সার কারখানা থেকে ইউরিয়া সার এসব স্থানে সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, যমুনা সার কারখানায় উৎপাদিত ইউরিয়া

(২- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ জেলাসহ উত্তরবঙ্গের
কিছু স্থানে সরবরাহ করা হয়। সোমবার রাতে যমুনা
কারখানার বয়লারের রি-এ্যাক্টরে যান্ত্রিক ত্রুটির কার
উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনার সপ্তাহখানেক পূ
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ১১ দিন উৎপাদন বন্ধ ছিল।
আবাদের এই ভরা মৌসুমে সার কারখানায় উৎপাদন
থাকায় শেরপুরসহ পার্শ্ববর্তী জেলায় সার সঙ্কট মার
আকার ধারণ করে। এমন কি সার সংগ্রহ করতে
শেরপুর জেলায় কৃষক হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে।

শেরপুর জেলায় চলতি মাসে সারের চাহিদা নির্ধারণ
হয়েছিল ৯ হাজার ৭শ' ৭৬ মেঃ টন। তন্মধ্যে ২
ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার পর্যন্ত ৫ হাজার ৮শ' ৭৬ মেঃ টন স
সরবরাহ পাওয়ায় বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবারও জেল
বিভিন্ন স্থানে সার সংগ্রহ করতে আসা কৃষকদের লম্বা লাই
এবং ভিড় দেখা যায় ডিলারের দোকানের সামনে। সার
পেয়ে হতাশ হয়ে অনেক কৃষককেই বাড়ি ফিরতে দে
গেছে। খোলাবাজারে এক বস্তা সার বিক্রি হচ্ছে ৪শ' টা
থেকে সাড়ে ৪শ' টাকায়। শেরপুর খামারবাড়ি
উপপরিচালক কৃষিবিদ জসিম উদ্দিন আহমদ জানান
সোমবার রাতে যমুনা সার কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হলে
শেরপুর জেলার অবশিষ্ট চাহিদা এবং সার পরিস্থিতি
স্বাভাবিক রাখতে আশুগঞ্জ সার কারখানা থেকে ইউরিয়
সার জেলায় সরবরাহ করা হবে মর্মে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে
চিঠি পাওয়া গেছে। জেলায় সার বিতরণ অব্যাহত রয়েছে
এবং কোন সঙ্কট নেই বলেও তিনি জানান। তবে আশুগঞ্জ
থেকে সার সরবরাহ করা হলে পরিহন খরচ বেড়ে যাবে
এবং বোরো আবাদে এ অঞ্চলের কৃষক অতিরিক্ত খরচ
যোগাতেও হিমশিম খাবে। অনেকের আবাদ মার খাবে বলে
আশঙ্কা করা হচ্ছে।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ যুগান্তর
তারিখঃ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

যমুনা সার কারখানায় আবার দুর্ঘটনা উৎপাদন বন্ধ

রিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি

মতের ৭ দিনের মাথায় ইউরিয়া প্লান্টে রি-র ভেসেলটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে বার সকালে সরিষাবাড়ীর তারাকান্দি যমুনা কারখানা আবারও বন্ধ হয়ে গেছে। কারখানা

না : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সূত্রে জানা যায়, ইউরিয়া প্লান্টে রি-অ্যাক্টর ভেসেলটি লিকেজের ফলে ৩ ফেব্রুয়ারি যমুনা সার কারখানাটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে। টানা ১০ দিন মেরামতের পর ১৪ ফেব্রুয়ারি পুনরায় কারখানা চালু করা হয়। কারখানাটি বন্ধ থাকাকালীন প্রায় ৯ কোটি টাকার উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। এর আগে গত জুন মাসে ওই ত্রুটির ফলে ৩৫ দিন বন্ধ ছিল কারখানা।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

Newspaper Name:The Bangladesh Observer
Date: 23 February 2006

DC office gheraoed, 3 held in clash with police

Fertilizer crisis worsens further as production in Jamuna factory halts

Farmers block roads in Sherpur, Kushtia

JAMALPUR, Feb 22:-The wheels production came to a grinding in Jamuna Fertilizer factory Tuesday following mechani- breakdown, generating fears at the disruption could aggra- the present fertilizer crisis rticularly in greater Mymen- gh and northern districts, re- rts UNB.

Sources said the reactor of am- nia plant in the factory ex- ded, disrupting operation of e factory "for an uncertain pe- d".

Earlier, production was sus- nded on February 3 due to chnical fault in the ammonia nt and resumed on February 14 er necessary repairs.

The price of fertilizer increased over the country due to sus- sion of production in the fac- y at the time.

"Production of crops will be mpered if we can't use fertilizer timely," report UNB Jamalpur and Sherpur correspondents quoting many a framer.

Sherpur Correspondent adds:- Officials of BCIC, Industries Ministry and Agriculture Ministry held meeting to face fertilizer crisis in Sherpur, Jamalpur and Mymensingh and decided to supply urea fertilizer to these areas from Ashuganj fertilizer factory.

Concerned sources said the demand for fertilizer was fixed at 9,776 mts in the current season and 5,876 mts supplied against the demand till Tuesday.

Farmers were seen waiting in long queues for collecting fertilizers and many of them returned home empty-handed. Fertilizer sells at Tk 400-450 per maund.

Department of Agriculture Extension sources said urea fertilizer would be supplied to the district from Ashuganj fertilizer factory to tackle the crisis situation.

"Fertilizer distribution is continuing in the district and there is no crisis of fertilizer," one extension officer said.

Another reports from Sherpur adds: More than a thousand farmers from different villages thronged the town, chanted slogans demanding fertilizer and gheraoed the Deputy Commissioner's office at about 9 am on Monday.

M A N Siddique, the Deputy Commissioner, politely facing the demonstrators told them that he had sent urgent message to the Industries Ministry for immediate dispatch of adequate fertilizer. The demonstrators dispersed when he held out categorical assurance of adequate fertilizer by tomorrow (Tuesday).

Meanwhile, farmers of Char Babna, Char Mucharia and Kamarer Char engaged in a clash over queuing in front of fertilizer dealer shop in Char Mucharia union parishad in the morning. The clash left 15 people injured. Fertilizer delivery was suspended for an hour due to the clash.

Of the injured Musa Mia, Mahtab Ali, Mister and Mohammad Ali were treated in local clinics.

The farmers alleged that the clash triggered as dealer Badiuzzaman Badsha, a former UP chairman, gave fertilizer to his men beyond the queue, who sold it in the black market at higher price.

Reinforcement of police managed to quell the situation.

Khamarbari Deputy Director Jasimuddin said there is no shortage of fertilizer. Some 168 metric tons in addition to average daily demand are being given tomorrow.

Another report from Satkhira said farmers demanding supply of fertilizer blocked the Satkhira-Khulna road at Patkelghata. The blockade from 10 to 11 am was withdrawn on assurance by Tala upazila Nirbahi officer of easing the supply in a day or two.

Farmers said they returned with empty bag after waiting on the queue for hours together.

Informed sources said fertilizer was being sold at black market in border villages. Police arrested Abu Daud and Abdul Alim of Baikari and Sirajul Islam of Kaliani border village of sadar upazila on charge of selling fertilizer in the black market.

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian